

বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি



পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶ ১ বিভিন্ন দেশ নিজেদের পরিচয় বিশ্ব দরবারে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরতে যে কর্মসূচি চালায় তা মূলত কাক্সি ব্র্যান্ডিং। এর মাধ্যমে দেশের কৃষ্টি-কালচার, ইতিহাস-ঐতিহ্য, পর্যটন, অবকাঠামো ইত্যাদি সুনিপুণভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয়। দশম আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপে ‘বিউটিফুল বাংলাদেশ’ প্রতিপাদ্যে ‘কাক্সি ব্র্যান্ডিং’ হিসেবে বাংলাদেশ যে প্রচারণা চালায়, তাতে বাংলার মানুষের সরলতা, বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন-যাপন, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, ধর্মীয় সহনশীলতা, বিভিন্ন উৎসব, মেলা-পার্বণ, দেশীয় খেলাধুলা যেমন— কানামাছি, বৌচি, গোলাছুট ইত্যাদি সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়।

◀ *সিদ্ধকল: ১ ও ২*

- ক. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয় কবে? ১
- খ. সাংস্কৃতিক ব্যবধান বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে ‘বিউটিফুল বাংলাদেশ’ প্রতিপাদ্যে বাংলার যে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে, তার একটি রূপরেখা প্রদান করো। ৩
- ঘ. সামাজিক গতিশীলতায় ঐতিহ্যবাহী বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতি হুমকির মুখে— উদ্দীপকের আলোকে এ সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২১ শে ফেব্রুয়ারি পালিত হয়।

খ সাংস্কৃতিক ব্যবধান তত্ত্বের মূল কথা হলো সংস্কৃতির সহযোগী দুটি অংশের মধ্যে একটি কোনো এক সময়ে অন্যটি থেকে দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে পড়ার ফলে অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া অংশটিকে অগ্রসর অংশটির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। সংস্কৃতির এক অংশের এই পিছিয়ে পড়া এবং সেই অংশের তা কাটিয়ে ওঠার প্রবণতাই হচ্ছে সাংস্কৃতিক ব্যবধান।

গ উদ্দীপকে ‘বিউটিফুল বাংলাদেশ’ প্রতিপাদ্যের মধ্যে বাংলাদেশের সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়েছে।

বিউটি ফুল বাংলাদেশের প্রতিপাদ্যে বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির বিষয়টিই মূলত ফুটে উঠেছে। নিচে বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতির একটি রূপরেখা তুলে ধরা হলো—

বাংলাদেশের গ্রাম সমাজে সনাতন জীবনধারা এবং গ্রামবাসীর সহজ সরল জীবনের ছবি লক্ষ করা যায়। কৃষিকাজ গ্রামবাসীদের প্রধান পেশা। মাথাল মাথায়, খালি পায়ে, লুজি পরে কৃষক মাঠে লাঙল দিয়ে হালচাষ করে যা গ্রামীণ বাংলার একটি সাধারণ দৃশ্য। বাংলাদেশের গ্রামের মানুষ লুজি, ফতুয়া, গামছা এবং লিজাভেদে শাড়ি-সালোয়ার, কামিজ এগুলো ব্যবহার করে থাকে। পূজা-পার্বণে হিন্দুদেরকে ধুতি পাঞ্জাবি পরিধান করতে দেখা যায়।

অঞ্চলভেদে ঘরবাড়ির ভিন্নতা থাকলেও সাধারণত বাঁশ, বেত ও ছন ঘর তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। অবস্থাপন্ন পরিবার ঘর তৈরিতে টিন এমনকি ইট পাথরও ব্যবহার করে। উত্তরাঞ্চলে মাটির দেয়ালের ঘর দেখা যায়।

ভাত-মাছ, ডাল, শাকসবজি বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য। উৎসব অনুষ্ঠানে লোকেরা পিঠা, পোলাও, মাংস, পায়েসের আয়োজন করে থাকে। খাবার হিসেবে চিড়া, মুড়ি ও মুড়িকির বেশ প্রচলন রয়েছে।

বাংলাদেশের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ লোক ইসলাম ধর্মাবলম্বী। লোকসংখ্যার বাকি প্রায় ১৫ ভাগ হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং অন্যান্য বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্য ধর্মের অনুসারী। এই সমাজে বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা বিশেষ করে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করছে। এটা এই সমাজে ধর্মীয় সহনশীলতার সাক্ষ্য বহন করে। পৌষপার্বণ, নবান্নের উৎসব, বৈশাখী মেলা গ্রামীণ মানুষের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গ্রামের মানুষজন চিত্রবিনোদনের জন্য নানা ধরনের খেলাধুলায়ও অংশগ্রহণ করে। রোগব্যাদি চিকিৎসার জন্য গ্রামবাসীরা কবিরাজ এর কাছে যাওয়ার পাশাপাশি চিকিৎসকের কাছেও যায়।

ঘ সামাজিক গতিশীলতায় ঐতিহ্যবাহী বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতি হুমকির মুখে এ বাক্যটি ঠিক। নিম্নে এ সম্পর্কে মতামত তুলে ধরা হলো—

গ্রামবাংলায় বিদ্যুৎ, টিভি, রেডিও, টেলিফোন ইত্যাদির প্রভাবে নানামুখী পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। আজ গ্রামবাংলার লোকজন স্যাটেলাইট অর্থাৎ ডিস এন্টিনার বদৌলতে বিদেশি বিভিন্ন সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক যেমন— নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক পরিচ্ছদের বিভিন্ন দিক দেখতে পারছে। এগুলো দেখার পর তারা তাদের অনুকরণ করতে গিয়ে ধীরে ধীরে বিদেশি সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। আজ গ্রামবাংলায় পিঠাপুলি, পায়েসের পাশাপাশি ফাস্টফুডের প্রচলনও ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফাস্টফুডের মধ্যে দেখা যায় ঠান্ডা পানীয়, বার্গার ইত্যাদি। পোশাক পরিচ্ছদের ওপর গ্রামবাংলার জনগণের মধ্যেও এখন পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। গ্রামবাংলার লোকজন এখন শার্ট-প্যান্ট, কোট, রিজার এগুলো পরিধান করছে। গ্রামে যেখানে অহরহ পালাগান, যাত্রা, পুঁথি পাঠ হতো কিন্তু স্যাটেলাইট চ্যানেলের ব্যাপক প্রসারের ফলে লোকজন গ্রামবাংলার সেই বিনোদনের মাধ্যম থেকে সরে যাচ্ছে। অপরদিকে স্যাটেলাইটভিত্তিক চ্যানেলগুলোর অনুষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল হচ্ছে।

প্রতিবছর গ্রামীণ সমাজে বিভিন্ন খেলাধুলা যেমন: নৌকাবাঁচ, মোরগ লড়াই, লাঠিখেলা ইত্যাদির আয়োজন করা হতো যা আধুনিক সব খেলার মধ্যে দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও

নবান্ন উৎসব, হালখাতা ইত্যাদি আর আগের মত উদযাপন করা হয় না।

প্রশ্ন ▶ ২ কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে বসবাস করে বাংলাদেশি যুবক সমীর বাবু। তিনি তাঁর এক বিদেশি বন্ধুর কাছে বাংলাদেশের নানা বিষয় তুলে ধরেন। বন্ধুকে তিনি বলেন, আমাদের দেশে পরিবারের প্রধান হলো পিতা। মা পরিবারে সেবিকা হিসেবে কাজ করে। আমাদের দেশে প্রত্যেকে একে অপরের সুখে-দুঃখে পাশে থাকার চেষ্টা করে এবং খুব সহজেই একে অপরকে আপন করে নিতে পারে।

◀ শিখনফল: ১

- ক. The Development of Social Thought গ্রন্থটি কে রচনা করেন? ১
- খ. লোকসংস্কৃতির উপাদান সম্পর্কে বর্ণনা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের সমীর বাবু তার দেশের যে বিষয়টি বন্ধুর কাছে তুলে ধরেছেন তার ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, “সমাজ ও সংস্কৃতির এক সেতুবন্ধন রয়েছে বাংলাদেশে”— বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক The Development of Social Thought গ্রন্থটি রচনা করেন সমাজবিজ্ঞানী বোগার্ডাস।

খ লোকশিল্প, লোকসাহিত্য, লোক-উৎসব ইত্যাদি লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।

লোকসংস্কৃতি বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতিতে ব্যাপক একটি অংশ দখল করে আছে। কাঁথা সেলাই, সূচিকর্ম, শিকা তৈরি, পিঠা তৈরি, মৃৎপাত্র, বয়ন শিল্প, সজ্জা, প্রতিমা, ধাতব শিল্প, মাদুর, পুতুল, খেলনা, ইত্যাদি লোকশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। লোকসাহিত্য হচ্ছে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছড়া, গান, কবিতা, প্রবাদ বাক্য, কিসসা-কাহিনী ইত্যাদি। অন্যদিকে মেলা, কবিগান, জরিগান, পুঁথি পাঠ, ওরস, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি লোক উৎসবের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

গ সমীর বাবু তার নিজের দেশের যে বিষয়টি বন্ধুর কাছে তুলে ধরেছেন, তা হলো বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতি। কারণ আমাদের দেশের পরিবারের প্রধান হলেন পিতা; মা পরিবারের সেবিকা। আমাদের দেশের প্রত্যেক মানুষ একে অপরের সুখে-দুঃখে পাশে থাকে এবং একে অপরকে সহজে আপন করে নেয়, আর এটিই আমাদের দেশের সমাজ এবং সংস্কৃতির প্রকৃতি।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা মূলত কৃষিভিত্তিক। এখানকার অধিকাংশ জনগণ কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা মূলত পিতৃতান্ত্রিক। পিতাই হচ্ছেন পরিবারের প্রধান। বাংলাদেশের সমাজে ভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষও বাস করে। তাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রী নির্বাচনে বাবা-মা অভিভাবকগণ বেশি ভূমিকা পালন করেন। আমাদের সমাজে সংহতিবোধ ও প্রতিবেশীসুলভ আচরণ খুব বেশি লক্ষ করা যায়। সমাজের প্রত্যেকে একে অপরের সুখে-দুঃখে পাশে থাকার চেষ্টা করে এবং খুব সহজেই একে অপরকে আপন করে নিতে পারে। ফলে একে অপরের পারস্পরিক সম্পর্ক হয় খুবই নিবিড়।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে এক সেতুবন্ধন রয়েছে।

সাধারণত সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে সমাজ বলে। অর্থাৎ যখন বহুলোক একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করে তখন তাকে সমাজ বলে। সমাজ মূলত একটি সামাজিক সংগঠন। সমাজে বসবাস করতে গিয়ে মানুষকে এ সংগঠনের বিভিন্ন নিয়মকানুন ও আচরণবিধি মেনে চলতে হয়। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হচ্ছে সংস্কৃতি। বিভিন্ন সমাজের সংস্কৃতি বিভিন্ন হয়ে থাকে। সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের জীবনপ্রণালি। সংস্কৃতি একটি সমাজ বা জাতির পরিচায়ক। এটি একটি সমাজ বা জাতিকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে। সংস্কৃতি সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী Jones বলেন, 'Culture is the sum total of man's creation' অর্থাৎ মানবসৃষ্ট সবকিছুর সমষ্টিই হচ্ছে সংস্কৃতি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো আমাদের বাংলাদেশেরও রয়েছে একটি স্বতন্ত্র সমাজব্যবস্থা ও একটি ভিন্নধর্মী সংস্কৃতি। সমাজস্থ মানুষের ওপর সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং বলা যায়, সমাজ এবং সংস্কৃতি একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।

প্রশ্ন ▶ ৩ শিক্ষক তুলিকে বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধরনের একটি তালিকা তৈরি করতে বললে তুলি নিম্নোক্ত তালিকাটি তৈরি করে—

গ্রামীণ সংস্কৃতি	গ্রামীণ জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে।
নগর সংস্কৃতি	রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত সমাজের মনোবৃত্তি, বিশ্বাস অনুভূতি ও মূল্যবোধ নিয়ে গড়ে ওঠে।
নবান্ন উৎসব	পহেলা বৈশাখের একটি সর্বজনীন আচরণীয় রীতি।

◀ শিখনফল: ২

- ক. সংস্কৃতির বহুল উদ্ভূত সংজ্ঞাটি কে প্রদান করেছেন? ১
- খ. সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. তুলির তৈরিকৃত তালিকাটি ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. তুলি এ সম্পর্কে সঠিক যে তথ্যগুলো লিখতে পেরেছে তা তালিকা আকারে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংস্কৃতির বহুল উদ্ভূত সংজ্ঞাটি ই বি টেইলর প্রদান করেছেন।

খ সংস্কৃতি প্রত্যয়টিকে বিভিন্ন মনীষীগণ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন— সাহিত্যিকগণ মানুষের চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, কল্পনা ইত্যাদিকে বোঝানোর জন্য সংস্কৃতি প্রত্যয়টি ব্যবহার করে থাকেন। আবার নৃবিজ্ঞানীরা যেকোনো প্রকার উদ্ভাবনকেই সংস্কৃতি বলে গণ্য করেন। আর সমাজবিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যানুযায়ী সংস্কৃতি হলো সার্বিক জীবন প্রণালি। তবে সংস্কৃতির বহুল উদ্ভূত সংজ্ঞাটি প্রদান করেছেন ই বি টেইলর। তার মতে, সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের অর্জিত আচার-আচরণ, ব্যবহার, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, নীতি, প্রথা, আইন ইত্যাদির জটিল সমন্বয়ই হলো সংস্কৃতি।

গ তুলি তার তৈরিকৃত তালিকায় বাংলাদেশের সংস্কৃতির অন্যতম ধরন গ্রামীণ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে লিখেছে, গ্রামীণ জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। তার লেখা এ অংশটুকু অনেকাংশেই যথার্থ। আবার

নগর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে লিখেছে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত সমাজের মনোবৃত্তি, বিশ্বাস, অনুভূতি ও মূল্যবোধ নিয়ে গড়ে ওঠে। তার লেখা এ অংশটুকু যথার্থ নয়। আবার নবান্ন উৎসবের ক্ষেত্রে লিখেছে পহেলা বৈশাখের একটি সর্বজনীন আচরণীয় রীতি যে অংশটিকেও যথার্থ বলা যায় না। এছাড়া বাংলাদেশের সংস্কৃতির আরও কতকগুলো ধরন রয়েছে। যেমন— রাজনৈতিক সংস্কৃতি, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, বাঙালি উৎসব, নববর্ষ উৎসব, হালখাতা, মেলা, খেলাধুলা ইত্যাদি। কিন্তু তুলি বাংলাদেশের সংস্কৃতির এ ধরনগুলো তার তালিকায় উল্লেখ করেনি। কাজেই বলা যায়, বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধরন সম্পর্কে তুলির তৈরিকৃত তালিকাটি আংশিকভাবে যথার্থ হলেও অনেকাংশেই তা যথার্থ নয়।

ঘ তুলি এ সম্পর্কে সঠিক যে তথ্যগুলো লিখতে পারে তা তালিকা আকারে নিচে বিশ্লেষণ করা হলো:

গ্রামীণ সংস্কৃতি	বাংলাদেশ গ্রামপ্রধান দেশ। গ্রামীণ জীবনকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। তবে গ্রামের মানুষেরা শহর তথা নগরবাসীকে অনুকরণ ও অনুসরণ করার ফলে শহুরে সংস্কৃতি বিক্ষিপ্তভাবে গ্রামীণ জীবনে বিচ্ছুরিত হয়।
নগর সংস্কৃতি	নগর হলো শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা-সাহিত্য ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলকেন্দ্র। বিভিন্ন কাজ কর্ম উপলক্ষে দেশ বিদেশের নানা রকম মানুষের সেখানে সমাবেশ ঘটে। তাদের ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, চিন্তা-ভাবনা, পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, বিদ্যা-বুদ্ধি এক নয়। এদের মধ্যকার সম্পর্ক ও পরিচয় অনেকটাই স্থায়ী নয়।
নবান্ন উৎসব	বাংলাদেশের প্রধান লোক উৎসবের মধ্যে নবান্ন উৎসব অন্যতম। নবান্ন উৎসব মূলত কৃষিভিত্তিক সভ্যতার প্রধান শস্য সংগ্রহকে কেন্দ্র করে যেকোনো ঋতুতে দেশি ঢঙে পালন করা। এ সময় গ্রামাঞ্চলে মেয়েরা নতুন চাল দিয়ে গুড়ের পায়ের, পিঠা, মোয়া-মুড়ি ইত্যাদি তৈরি করে। এ সময় নতুন ফসল কৃষিজীবী মানুষের মনে আনন্দ এনে দেয়। এ আনন্দের প্রতিফলন ঘটে পিঠাপুলি প্রভৃতির অব্যাহত বিতরণের মধ্য দিয়ে।

প্রশ্ন ▶ ৪ সাম্প্রতিককালে গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতিতে অনেক ধরনের পরিবর্তন এসেছে। যেমন— এক সময় গ্রামে পুঁথি পাঠের আসর, জারি গান, মারফতী গান, যাত্রা ইত্যাদি অবসর-বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম ছিল। এখন স্থান দখল করে আছে টিভি পর্দার নাটক, চলচ্চিত্র, আধুনিক সঙ্গীত ইত্যাদি। এছাড়াও খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণ, সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে অনেক পরিবর্তন এসেছে।

◀ *শিখনদ্রব্য* ▶

- ক. সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Culture' কে প্রথম ব্যবহার করেন? ১
- খ. নগর সংস্কৃতির ওপর সামাজিক প্রচার প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে সংস্কৃতির কোন রূপটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি বিলুপ্তির পথে— তুমি কি এই মতের সাথে একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Culture' প্রথম ব্যবহার করেন ইংরেজ দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন।

খ নগর সংস্কৃতিতে সামাজিক প্রথা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নগর সংস্কৃতির মূল্যবোধগুলো সামাজিক প্রথার মাধ্যমে নিহিত থাকে। নাগরিক জীবনের আচার-আচরণগুলো শহুরে সমাজে প্রথা হিসেবে কাজ করে। তবে নগর সংস্কৃতি বাংলাদেশের মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য নয়। ধীরে ধীরে বিভিন্ন সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটি মানুষের জীবনপ্রণালিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

গ উদ্দীপকের বিবরণে গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিবর্তনের রূপটি ফুটে উঠেছে।

বাংলাদেশের সংস্কৃতি বলতে মূলত গ্রামীণ সংস্কৃতিকেই বোঝায়। আমাদের শিল্প-সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি গ্রামকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। বাংলাদেশের ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, বাউল, মারফতী, মুর্শিদা, জারি, সারি প্রভৃতি গানের মধ্যে এখানকার মানুষের অন্তরের সুরটি ধ্বনিত হয়। পাশাপাশি কবিতা, যাত্রা, গান, পালাগান ইত্যাদি গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে ধ্বনিত হয়। তবে ইদানীং আধুনিক ব্যান্ড সংগীত, টিভি নাটক, চলচ্চিত্র, আধুনিক সংগীত এসবের স্থান দখল করে নিয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে যে, সাম্প্রতিককালে গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতিতে অনেক ধরনের পরিবর্তন এসেছে যেমন একসময় গ্রামে পুঁথি পাঠের আসর, জারিগান, পল্লি গান, মারফতী গান, যাত্রা ইত্যাদি অবসর-বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম ছিল। এসব স্থান দখল করে আছে টিভি পর্দার নাটক, চলচ্চিত্র, আধুনিক সংগীত ইত্যাদি। এছাড়া খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণ সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবেও অনেক পরিবর্তন এসেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, উদ্দীপকে গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিবর্তিত রূপ ফুটে উঠেছে।

ঘ হ্যাঁ, গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি আজ বিলুপ্তির পথে, এ বক্তব্যের সাথে— আমি একমত।

একসময় বাংলাদেশের সংস্কৃতি বলতে গ্রামীণ সংস্কৃতিকেই বোঝাতো। আমাদের শিল্প-সাহিত্য চর্চা গ্রামকে ঘিরেই গড়ে উঠতো। বাঙালির জীবনে নববর্ষের সংস্কৃতি বরাবর ছিল গ্রামীণ জনজীবন নির্ভর। কিন্তু বর্তমানে নববর্ষের উৎসব অনেকাংশেই শহরকেন্দ্রিক হয়ে গেছে।

আবহমান কাল থেকে বাংলার গ্রামাঞ্চল ছিল বিভিন্ন খেলায় ভরপুর। গ্রামাঞ্চলে মেয়েরা পৌষমাসে নতুন চাল দিয়ে গুড়ের পায়ের, পিঠা, মোয়া-মুড়ি ইত্যাদি তৈরি করতো। তখনকার দিনে ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, বাউল, মারফতী, জারি, সারি প্রভৃতি গানের মধ্যে মানুষ অন্তরের ধ্বনি শুনতে পেতো। কিন্তু বর্তমানে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে এসব গ্রামীণ সংস্কৃতি বিলুপ্তির পথে। মানুষ

এখন পিঠাপুলি, পায়েশ ইত্যাদির পরিবর্তে বাগার, স্যান্ডউইচে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। ইন্টারনেটের ব্যবহার ও প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে বিদেশি সংস্কৃতি মিশে যাচ্ছে মানুষের জীবনে। এখন গ্রামীণ মানুষ টিভির মাধ্যমে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন নাটক সিনেমায় অভ্যস্ত হচ্ছে। আগেকার ভাওয়াইয়া, বাউল, পল্লিগীতির স্থান দখল করছে আধুনিক গান ও ব্যান্ড সংগীত।

এসব দিক পর্যালোচনা করে বলা যায়, বিদেশি সংস্কৃতির চর্চা ও নগরায়নের প্রভাবে গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি আজ বিলুপ্তির পথে।

প্রশ্ন ▶ ৫ শাহেদ সাহেব তাঁর একমাত্র ছেলের ১৫তম জন্মদিনে শখ করে একটি আইফোন উপহার দিয়েছিলেন। সম্প্রতি তার ছেলে ইন্টারনেট ব্যবহার করে এক বন্ধুর অশালীন ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে ফলে আইসিটি অ্যান্টি-এ তার বিরুদ্ধে মামলা হয়। পরিণতিতে শাহেদ সাহেবের একমাত্র ছেলেটি বর্তমানে গাজীপুর কিশোর সংশোধনী কেন্দ্রে বন্দী।

◀ *শিখদক্ষা*, ৩ ও ৫

- ক. সংস্কৃতি কী? ১
- খ. মোবাইল ও ল্যাপটপ কোন ধরনের সংস্কৃতি? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি সংস্কৃতি সম্পর্কিত কোন তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে সংঘটিত সমস্যা এড়াতে কেবল আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করলেই হয় না, তার জন্য জনসচেতনতা ও নৈতিক জ্ঞান থাকাটাও জরুরি-তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজের একজন সদস্য হিসেবে একজন মানুষ কর্তৃক জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা-নৈতিকতা, আইন, অভ্যাস এবং সামর্থ্যের যে সমন্বয় ঘটে তাই হচ্ছে সংস্কৃতি।

খ মোবাইল ও ল্যাপটপ বস্তুগত সংস্কৃতি। কারণ মানুষ জীবনযাপনের জন্য দৃশ্যমান যা কিছু তৈরি ও ব্যবহার করে তাই বস্তুগত সংস্কৃতি।

জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য মানুষ যে সমস্ত বস্তু তৈরি করে তাই বস্তুগত সংস্কৃতি। যেমন-ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, পোশাক-পরিচ্ছদ, মোবাইল, ল্যাপটপ, ফ্রিজ, ও আসবাবপত্র ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি সাংস্কৃতিক ব্যবধান তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত। আমরা জানি, সাংস্কৃতিক ব্যবধান তত্ত্বের মূল কথা হলো, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে বস্তুগত সংস্কৃতি দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হয়ে এগিয়ে চলে, যার সাথে অবস্তুগত সংস্কৃতি খাপ খাওয়াতে পারে না। যেমন—নানা ধরনের যান্ত্রিক আবিষ্কার সমাজের পরিবর্তনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ দ্রুত পরিবর্তনটি ঘটছে বস্তুগত সংস্কৃতি অর্থাৎ—ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার, তৈজসপত্র, কলকারখানার পণ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। অপরপক্ষে অবস্তুগত সংস্কৃতি যেমন—

ধর্মবিশ্বাস, রাষ্ট্রীয় কাঠামো, পরিবার এবং শিক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরিবর্তন বস্তুগত সংস্কৃতির তুলনায় অনেক মন্থর। বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতির অগ্রগতির যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়, তা সামাজিকভাবে অনেক অসংগতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমনটা আমরা উদ্দীপকে দেখতে পাই।

উদ্দীপকের শাহেদ সাহেব তার ছেলেকে আইফোন উপহার দেন যা বস্তুগত সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বহন করছে। আবার তার ছেলে মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহার করে এক বন্ধুর অশালীন ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে, যার মাধ্যমে অবস্তুগত সংস্কৃতি অর্থাৎ নৈতিকতা, ও মূল্যবোধ, আদর্শ প্রভৃতির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। অর্থাৎ বস্তুগত সংস্কৃতির সাথে অবস্তুগত সংস্কৃতি তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ব্যবধান তত্ত্বটির প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকের শাহেদ সাহেব তার ছেলের কারণে যে ধরনের সমস্যায় পড়েছেন, তা এড়াতে হলে কেবলমাত্র আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করলেই হবে না, তার জন্য জনসচেতনতা ও নৈতিক জ্ঞান থাকাটা জরুরি বলে আমি মনে করি।

বস্তুগত সংস্কৃতি অর্থাৎ, তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ ব্যবহারের ফলে সমাজে পর্গোগ্রাফি, জুয়াসহ ইত্যাদি অসামাজিক কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে সমাজে নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি হচ্ছে এবং সমাজে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। আবার তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক প্রচার-প্রচারণায় ব্যক্তিগত অনেক তথ্য ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। যেমন-জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ ও উইকিলিকস কর্তৃক বিভিন্ন তথ্য ফাঁস। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহার সমাজে অপরাধ সংগঠনে সাহায্য করছে। যেমন-জিঙ্গা সংগঠনগুলো বিশ্বব্যাপী তাদের কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। অন্যদিকে তরুণরা ফেসবুকে ঘন্টার পর ঘন্টা ব্রাউজ করে সময়ের অপচয় করছে। এ ধরনের কর্মকান্ড থেকে ব্যবহারকারীকে বিরত রাখতে হলে তথ্য প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া ব্যবহারকারীর মধ্যে ন্যায়-অন্যায়বোধ, ভালো-মন্দ, সৌন্দর্যবোধ ও নৈতিক গুণাবলি বৃদ্ধি করতে হবে। আবার পরিবারকে তাদের সদস্যদের তথ্য-প্রযুক্তির অপব্যবহার সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। যেমন-স্কুলগামী ছাত্র কত ঘন্টা ফেসবুক ব্যবহার করছে এবং ইন্টারনেটের অন্যান্য অশালীন সাইটে ঢুকেছে কিনা তা মা-বাবার খেয়াল রাখতে হবে। এছাড়া ব্যক্তির মধ্যে সুনামের গুণাবলি জাগ্রত করতে পারলে, সে অন্যের ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ করবে না।

অন্যদিকে রাষ্ট্র তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহারের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করতে পারে। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব ও ইতিবাচক প্রভাব ব্যবহারকারীর কাছে তুলে ধরতে হবে। উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, জনসাধারণের মধ্যে তথ্য-প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে জনসচেতনতা ও নৈতিক জ্ঞান সৃষ্টি করতে হবে।



প্রশ্ন ▶ ১ লিজা তার মায়ের সাথে টিভি দেখছিল। টিভিতে পহেলা বৈশাখের বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখে সে তার মাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তার মা বলেন, এগুলো আমাদের ঐতিহ্য, রীতিনীতি ও প্রথা। আর এ বিষয়গুলো একটি প্রত্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরও বলেন— শুধু এ বিষয়গুলোই নয়, আমাদের গোটা জীবনধারাই উক্ত প্রত্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। ◀ *শিখনফল-১*

- ক. কোন প্রত্যয়টিকে বিভিন্ন মনীষীরা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন? ১
- খ. অবস্তুগত সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে কোন প্রত্যয়ের পরিচয় ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উপাদানের ভিত্তিতে উক্ত প্রত্যয়ের শ্রেণিবিভাগ বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংস্কৃতি প্রত্যয়টিকে বিভিন্ন মনীষীরা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন।

খ বস্তুগত সংস্কৃতির পেছনে ক্রিয়াশীল চিন্তা-ভাবনা, জ্ঞান এবং কলাকৌশলকে অবস্তুগত সংস্কৃতি বলে।

পরিভাষাগত দিক থেকে অবস্তুগত সংস্কৃতি বলতে মানুষের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা, চলন-বলন-কথন, রীতিনীতি, মূল্যবোধ, আবেগ-উচ্ছ্বাস ইত্যাদিকে বোঝায়। এছাড়া মানুষের বিমূর্ত সৃষ্টি যেমন— ভাষা ও সাহিত্য, বিজ্ঞান, আইন, নীতি, আদর্শ ইত্যাদিকেও অবস্তুগত সংস্কৃতি বলা হয়ে থাকে। কোনো দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি ব্যবস্থাবলিও অবস্তুগত সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।

গ উদ্দীপকে সংস্কৃতি প্রত্যয়ের পরিচয় ফুটে উঠেছে। কেননা সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের অর্জিত আচার-আচরণ, ব্যবহার, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, রীতিনীতি, ঐতিহ্য প্রথা, আইন ইত্যাদির জটিল সমন্বয়ই হলো সংস্কৃতি। উদ্দীপকেও দেখা যায়, টিভিতে পহেলা বৈশাখের বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখে লিজা তার মাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন— এগুলো আমাদের ঐতিহ্য, রীতিনীতি ও প্রথা এবং এ বিষয়গুলো একটি প্রত্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া লিজার মা আরও বলেন— শুধু এ বিষয়গুলোই নয়, আমাদের গোটা জীবনধারাই উক্ত প্রত্যয়ের অন্তর্ভুক্ত যা সংস্কৃতিকে নির্দেশ করে। তার কারণ আমাদের গোটা জীবনধারাই হলো সংস্কৃতি। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি তার জীবনে যা কিছু করে সবই সংস্কৃতির অন্তর্গত। কাজেই বলা যায়, উদ্দীপকে সংস্কৃতি প্রত্যয়ের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

ঘ উক্ত প্রত্যয়টি হলো সংস্কৃতি। উপাদানের ভিত্তিতে সংস্কৃতিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— বস্তুগত সংস্কৃতি ও অবস্তুগত সংস্কৃতি।

বস্তুগত সংস্কৃতি: মানুষ তার জীবনযাপনের জন্য বস্তুগত যা কিছু তৈরি ও ব্যবহার করে তা বস্তুগত সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ বস্তুগত সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের অর্জিত সেইসব গুণগত সাফল্য যার মাধ্যমে প্রধানত বোঝা যায় মানুষ প্রকৃতিকে কতটুকু আয়ত্তে এনেছে। যেমন— ঘরবাড়ি, টেবিল-চেয়ার, কলম, খাতা, জামা-কাপড় ইত্যাদি।

অবস্তুগত সংস্কৃতি: মানুষের সংস্কৃতি যখন বস্তু আকারে প্রকাশিত হয় না বা বাস্তবরূপ ধারণ করে না তখন তাকে অবস্তুগত সংস্কৃতি বলা হয়। মানুষের জ্ঞান, ধারণা, কৌশল, চিন্তা-ভাবনা, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, আদর্শ, মূল্যবোধ, নীতিবোধ প্রভৃতি হচ্ছে অবস্তুগত সংস্কৃতির উদাহরণ।

এক কথায় মানুষের সব ধরনের বস্তুগত সৃষ্টি হচ্ছে তার বস্তুগত সংস্কৃতি এবং সব ধরনের অবস্তুগত সৃষ্টি হচ্ছে অবস্তুগত সংস্কৃতি।

প্রশ্ন ▶ ২ সম্প্রতি গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতিতে অনেক ধরনের পরিবর্তন এসেছে। যেমন— এক সময় গ্রামে পুঁথি পাঠের আসর, জারি গান, মারফতী গান, যাত্রা ইত্যাদি অবসর-বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম ছিল। এখন স্থান দখল করে আছে টিভি পর্দার নাটক, চলচ্চিত্র, আধুনিক সঙ্গীত ইত্যাদি। এছাড়াও খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণ, সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে অনেক পরিবর্তন এসেছে।

◀ *শিখনফল-২*

- ক. সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Culture' কে প্রথম ব্যবহার করেন? ১
- খ. নগর সংস্কৃতির ওপর সামাজিক প্রথার প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে সংস্কৃতির কোন রূপটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি বিলুপ্তির পথে— তুমি কি এই মতের সাথে একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Culture' প্রথম ব্যবহার করেন ইংরেজ দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন।

খ নগর সংস্কৃতিতে সামাজিক প্রথা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নগর সংস্কৃতির মূল্যবোধগুলো সামাজিক প্রথার মধ্যেই নিহিত থাকে। নাগরিক জীবনের আচার-আচরণগুলো শহুরে সমাজে প্রথা হিসেবে কাজ করে। তবে নগর সংস্কৃতি বাংলাদেশের মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য নয়। ধীরে ধীরে বিভিন্ন সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটি মানুষের জীবনপ্রণালিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

গ উদ্দীপকের বিবরণে গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিবর্তনের রূপটি ফুটে উঠেছে।

বাংলাদেশের সংস্কৃতি বলতে মূলত গ্রামীণ সংস্কৃতিকেই বোঝায়। আমাদের শিল্প-সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি গ্রামকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। বাংলাদেশের ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, বাউল, মারফতী, মুর্শিদা, জারি, সারি প্রভৃতি গানের মধ্যে এখানকার মানুষের অন্তরের সুরটি ধ্বনিত হয়। পাশাপাশি কবিগান, যাত্রাগান, পালাগান ইত্যাদি গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে ধ্বনিত হয়। তবে ইদানীং আধুনিক ব্যান্ড সংগীত, টিভি নাটক, চলচ্চিত্র, আধুনিক সংগীত এসবের স্থান দখল করে নিয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে যে, সাম্প্রতিককালে গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতিতে অনেক ধরনের পরিবর্তন এসেছে যেমন একসময় গ্রামে পুঁথি পাঠের আসর, জারিগান, পল্লি গান, মারফতী গান, যাত্রা ইত্যাদি অবসর-বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম ছিল। এসব স্থান দখল করে আছে টিভি পর্দার নাটক, চলচ্চিত্র, আধুনিক সংগীত ইত্যাদি। এছাড়া খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণ সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবেও অনেক পরিবর্তন এসেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, উদ্দীপকে গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিবর্তিত রূপ ফুটে উঠেছে।

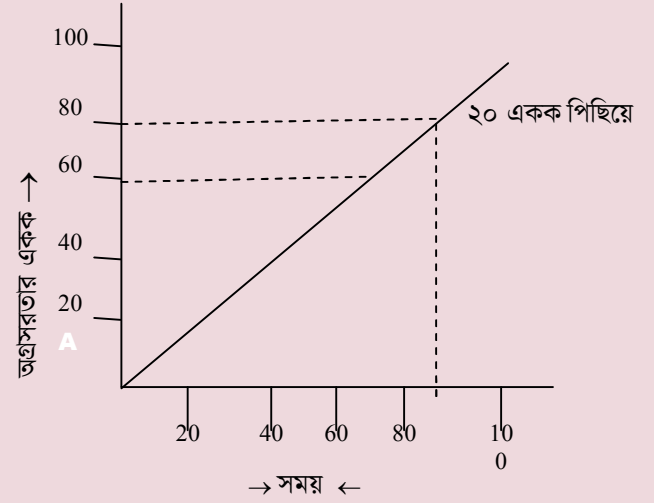
ঘ হ্যাঁ, গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি আজ বিলুপ্তির পথে, এ বক্তব্যের সাথে- আমি একমত।

একসময় বাংলাদেশের সংস্কৃতি বলতে গ্রামীণ সংস্কৃতিকেই বোঝাতো। আমাদের শিল্প-সাহিত্য চর্চা গ্রামকে ঘিরেই গড়ে উঠতো। বাঙালির জীবনে নববর্ষের সংস্কৃতি বরাবর ছিল গ্রামীণ জনজীবন নির্ভর। কিন্তু বর্তমানে নববর্ষের উৎসব অনেককালশেই শহরকেন্দ্রিক হয়ে গেছে।

আবহমান কাল থেকে বাংলার গ্রামগঞ্জ ছিল বিভিন্ন খেলায় ভরপুর। গ্রামাঞ্চলে মেয়েরা পৌষমাসে নতুন চাল দিয়ে গুড়ের পায়েশ, পিঠা, মোয়া-মুড়ি ইত্যাদি তৈরি করতো। তখনকার দিনে ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, বাউল, মারফতী, জারি, সারি প্রভৃতি গানের মধ্যে মানুষ অন্তরের ধ্বনি খুঁজে পেতো। কিন্তু বর্তমানে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে এসব গ্রামীণ সংস্কৃতি বিলুপ্তির পথে। মানুষ এখন পিঠাপুলি, পায়েশ ইত্যাদির পরিবর্তে বাগার, স্যান্ডউইচে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। ইন্টারনেটের ব্যবহার ও প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে বিদেশি সংস্কৃতি মিশে যাচ্ছে মানুষের জীবনে। এখন গ্রামীণ মানুষ টিভির মাধ্যমে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন নাটক সিনেমায় অভ্যস্ত হচ্ছে। আগেকার ভাওয়াইয়া, বাউল, পল্লিগীতির স্থান দখল করছে আধুনিক গান ও ব্যান্ড সংগীত।

এসব দিক পর্যালোচনা করে বলা যায়, বিদেশি সংস্কৃতির চর্চা ও নগরায়নের প্রভাবে গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি আজ বিলুপ্তির পথে।

প্রশ্ন ৩ চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



◀ শিখনফল: ৩

- ক. “আমরা যা তাই আমাদের সংস্কৃতি”— উক্তিটি কার? ১
- খ. গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃতি বর্ণনা করো। ২
- গ. চিত্রটি কোন তত্ত্বকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। A ৩
- ঘ. বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কি উক্ত তত্ত্বের প্রয়োগ আছে? বিশ্লেষণ করো। A ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক “আমরা যা তাই আমাদের সংস্কৃতি”— উক্তিটি স্কটিশ সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভারের।

খ বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার স্বল্পতা।

আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার হার কম। বিশেষ করে মেয়েরা শিক্ষার দিক দিয়ে অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার হার কিছুটা সন্তোষজনক। কিন্তু উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা তেমন একটা সন্তোষজনক নয়। তাছাড়া শিক্ষার স্বল্পতার কারণে বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতিতে ধর্মীয় গোঁড়ামিসহ রক্ষণশীলতা, কুসংস্কার ইত্যাদি বিদ্যমান। যেমন— গ্রামে এখনো বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ বিদ্যমান।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি সাংস্কৃতিক ব্যবধান তত্ত্বকে নির্দেশ করে।

সাধারণত সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানের সাথে অবস্তুগত উপাদানের ব্যবধান তৈরি হলে সাংস্কৃতিক ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। সমাজবিজ্ঞানী উইলিয়াম এফ. অগবার্ন ১৯২২ সালে তার 'Social change' নামক গ্রন্থে ‘সাংস্কৃতিক ব্যবধান’ তত্ত্বটি প্রদান করেন। তিনি সংস্কৃতিকে বস্তুগত ও অবস্তুগত; এই দুই ভাগে ভাগ করেন। তার তত্ত্বের মূলকথা হলো, বস্তুগত সংস্কৃতি যে হারে বৃদ্ধি পায়, এগিয়ে চলে বা পরিবর্তিত হয় অবস্তুগত সংস্কৃতি সে তুলনায় অনেক ধীরে পরিবর্তিত হয়। ফলে উভয় ধরনের

সংস্কৃতির মধ্যে একটি ব্যবধান সৃষ্টি হয়, যা হলো সাংস্কৃতিক ব্যবধান বা 'Cultural lag'।

সংস্কৃতির বস্তুগত অংশ অবস্তুগত অংশ থেকে দ্রুত পরিবর্তিত হয়। যেহেতু এ দুটি অংশের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে এবং অংশগুলো পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল সেহেতু সংস্কৃতির যে অংশটি দ্রুত পরিবর্তিত হয় সেটার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্য অংশের খাপ খাইয়ে নেওয়া জরুরি হয়ে পড়ে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রে দেখা যাচ্ছে, একই সময়ে বস্তুগত সংস্কৃতির অগ্রসরতা যখন ৮০ একক তখন অবস্তুগত সংস্কৃতির অগ্রসরতা ৬০ একক। অর্থাৎ, বস্তুগত সংস্কৃতি ও অবস্তুগত সংস্কৃতির ব্যবধান ২০ একক। তাই বলা যায় যে, গ্রাফের মাধ্যমে চিত্রে সাংস্কৃতিক ব্যবধান তত্ত্বটিকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ব্যবধান তত্ত্বের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

আমাদের দেশে বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতি একই সময়ের মধ্যে একই গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে না ফলে সামাজিক সমস্যা দিন দিন প্রকটতর হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষা উপকরণের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু তা মানুষের আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনে সক্ষম হচ্ছে না। আবার চিকিৎসা ক্ষেত্রেও অনেক আধুনিক যন্ত্রপাতি বাংলাদেশের হাসপাতাল, ক্লিনিকগুলোতে আছে। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ নিজের সমস্যার কথা ডাক্তারের কাছে বলতে লজ্জাবোধ করে। এছাড়াও দেশের অনেক মানুষ এখনও সনাতন চিকিৎসা ব্যবস্থাকেই পছন্দ করে। অন্যদিকে কৃষিক্ষেত্রে যে কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন হয়েছে, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবে তার ব্যবহার ততটা বাড়েনি। আবার শিল্প কারখানাগুলোতে উন্নত প্রযুক্তি থাকলেও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ শ্রমিকের অভাবে তা অব্যবহৃত থাকে অথবা ব্যবহার না হয়ে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এছাড়াও বাংলাদেশের অফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, সর্বত্র উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে, যেমন— কম্পিউটার, ফ্যাক্স, ই-মেইল, ফটোকপি মেশিন ইত্যাদি। কিন্তু এ প্রযুক্তি প্রয়োগ করার মত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ না থাকায় জনগণ যথাযথ সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সুতরাং উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতির ব্যবধান তত্ত্বের প্রয়োগ প্রায়শই লক্ষ করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৪ শাহেদ সাহেব তাঁর একমাত্র ছেলের ১৫তম জন্মদিনে শখ করে একটি আইফোন উপহার দিয়েছিলেন। সম্প্রতি তার ছেলে ইন্টারনেট ব্যবহার করে এক বন্ধুর অশালীন ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে ফলে আইসিটি অ্যাক্ট-এ তার বিরুদ্ধে মামলা হয়। পরিণতিতে শাহেদ সাহেবের একমাত্র ছেলেটি বর্তমানে গাজীপুর কিশোর সংশোধনী কেন্দ্রে বন্দী।

◀ **শিখনফল:** ৩ ও ৫

ক. সংস্কৃতি কী?

১

খ. মোবাইল ও ল্যাপটপ কোন ধরনের সংস্কৃতি? ব্যাখ্যা করো।

২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি সংস্কৃতি সম্পর্কিত কোন তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. উদ্দীপকে সংঘটিত সমস্যা এড়াতে কেবল আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করলেই হয় না, তার জন্য জনসচেতনতা ও নৈতিক জ্ঞান থাকাটাও জরুরি—তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজের একজন সদস্য হিসেবে একজন মানুষ কর্তৃক জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা-নৈতিকতা, আইন, অভ্যাস এবং সামর্থ্যের যে সমন্বয় ঘটে তাই হচ্ছে সংস্কৃতি।

খ মোবাইল ও ল্যাপটপ বস্তুগত সংস্কৃতি। কারণ মানুষ জীবনযাপনের জন্য দৃশ্যমান যা কিছু তৈরি ও ব্যবহার করে তাই বস্তুগত সংস্কৃতি।

জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য মানুষ যে সমস্ত বস্তু তৈরি করে তাই বস্তুগত সংস্কৃতি। যেমন-ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, পোশাক-পরিচ্ছদ, মোবাইল, ল্যাপটপ, ফ্রিজ, ও আসবাবপত্র ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি সাংস্কৃতিক ব্যবধান তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত। আমরা জানি, সাংস্কৃতিক ব্যবধান তত্ত্বের মূল কথা হলো, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে বস্তুগত সংস্কৃতি দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হয়ে এগিয়ে চলে, যার সাথে অবস্তুগত সংস্কৃতি খাপ খাওয়াতে পারে না। যেমন— নানা ধরনের যান্ত্রিক আবিষ্কার সমাজের পরিবর্তনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ দ্রুত পরিবর্তনটি ঘটছে বস্তুগত সংস্কৃতি অর্থাৎ— ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার, তৈজসপত্র, কলকারখানার পণ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। অপরপক্ষে অবস্তুগত সংস্কৃতি যেমন— ধর্মবিশ্বাস, রাষ্ট্রীয় কাঠামো, পরিবার এবং শিক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরিবর্তন বস্তুগত সংস্কৃতির তুলনায় অনেক মন্থর। বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতির অগ্রগতির যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়, তা সামাজিকভাবে অনেক অসংগতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমনটা আমরা উদ্দীপকে দেখতে পাই।

উদ্দীপকের শাহেদ সাহেব তার ছেলেকে আইফোন উপহার দেন যা বস্তুগত সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বহন করছে। আবার তার ছেলে মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহার করে এক বন্ধুর অশালীন ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে, যার মাধ্যমে অবস্তুগত সংস্কৃতি অর্থাৎ নৈতিকতা, ও মূল্যবোধ, আদর্শ প্রভৃতির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। অর্থাৎ বস্তুগত সংস্কৃতির সাথে অবস্তুগত সংস্কৃতি তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ব্যবধান তত্ত্বটির প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকের শাহেদ সাহেব তার ছেলের কারণে যে ধরনের সমস্যায় পড়েছেন, তা এড়াতে হলে কেবলমাত্র আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করলেই হবে না, তার জন্য জনসচেতনতা ও নৈতিক জ্ঞান থাকাটা জরুরি বলে আমি মনে করি।

বস্তুগত সংস্কৃতি অর্থাৎ, তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ ব্যবহারের ফলে সমাজে পর্ণোগ্রাফি, জুয়াসহ ইত্যাদি অসামাজিক কার্যক্রম

ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে সমাজে নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি হচ্ছে এবং সমাজে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। আবার তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক প্রচার-প্রচারণায় ব্যক্তিগত অনেক তথ্য ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। যেমন-জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ ও উইকিলিকস কর্তৃক বিভিন্ন তথ্য ফাঁস। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহার সমাজে অপরাধ সংগঠনে সাহায্য করেছে। যেমন-জঙ্গি সংগঠনগুলো বিশ্বব্যাপী তাদের কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে। অন্যদিকে তরুণরা ফেসবুকে ঘন্টার পর ঘন্টা ব্রাউজ করে সময়ের অপচয় করেছে। এ ধরনের কর্মকান্ড থেকে ব্যবহারকারীকে বিরত রাখতে হলে তথ্য প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া ব্যবহারকারীর মধ্যে ন্যায়-অন্যায়বোধ, ভালো-মন্দ, সৌন্দর্যবোধ ও নৈতিক গুণাবলি বৃদ্ধি করতে হবে। আবার

পরিবারকে তাদের সদস্যদের তথ্য-প্রযুক্তির অপব্যবহার সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। যেমন-স্কুলগামী ছাত্র কত ঘন্টা ফেসবুক ব্যবহার করেছে এবং ইন্টারনেটের অন্যান্য অশালীন সাইটে ঢুকেছে কিনা তা মা-বাবার খেয়াল রাখতে হবে। এছাড়া ব্যক্তির মধ্যে সুনামের গুণাবলি জাগ্রত করতে পারলে, সে অন্যের ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ করবে না।

অন্যদিকে রাষ্ট্র তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহারের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করতে পারে। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব ও ইতিবাচক প্রভাব ব্যবহারকারীর কাছে তুলে ধরতে হবে। উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, জনসাধারণের মধ্যে তথ্য-প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে জনসচেতনতা ও নৈতিক জ্ঞান সৃষ্টি করতে হবে।



সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

► উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ► ৫

দৃশ্য-১	দৃশ্য-২
শীতের সকাল। একজন মহিলা মাটির চুলায় ভাপা পিঠা বানাচ্ছে। পরিবারের সবাই খেজুরের রস মাথিয়ে পরম তৃপ্তি ভরে খাচ্ছেন।	মায়ের হাত ধরে একটি শিশু জেরাক্রসিং দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে।

◀ শিখনফল: ২

- সংস্কৃতির কয়টি রূপ? ১
- বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতির বড় বৈশিষ্ট্য হলো ‘বারো মাসে তেরো পার্বণ’— ব্যাখ্যা করো। ২
- দৃশ্য-১ বাংলাদেশের সমাজের যে সংস্কৃতির ধারণা দেয় উক্ত সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
- দৃশ্য-২ বাংলাদেশের সমাজের যে সংস্কৃতির ধারণা দেয় তার সাথে দৃশ্য-১ এর সংস্কৃতির বৈপরীত্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংস্কৃতির রূপ হলো দুইটি। যথা— বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতি।

খ বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতির বড় বৈশিষ্ট্য ‘বারো মাসে তেরো পার্বণ’। এখানে বারো মাসে তেরো পার্বণ দিয়ে বাঙালির উৎসবপ্রিয়তাকে বুঝানো হয়েছে।

বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতিতে বছরের অধিকাংশ সময়ই উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করে। এসব উৎসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মুসলমান সম্প্রদায়ের—রমজান, দুই ঈদ, শবে-বরাত, মহররম, শবে মেরাজ ইত্যাদি। হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গাপূজা, দীপাবলি, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বুদ্ধ পূর্ণিমা ও খ্রিষ্টানদের বড়দিন। এছাড়াও নববর্ষ উৎসব, নবান্ন উৎসবসহ আরো অনেক উৎসব রয়েছে যেগুলো ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে অনেক আড়ম্বরপূর্ণভাবে উদযাপিত হয়। সারা বছরই এসব উৎসব একের পর এক পালিত হয়। এ জন্যই বাংলা সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে ‘বারো মাসে তেরো পার্বণকে’ উল্লেখ করা হয়।



সুপার টিপস: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—



গ বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারণা ব্যাখ্যা করো।



ঘ বাংলাদেশের গ্রামীণ ও নগর সংস্কৃতির পার্থক্য বিশ্লেষণ করো।